NEW INDIA RETAILING & INVESTMENT LIMITED

REGD. OFFICE : 9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, (5TH FLOOR), KOLKATA - 700 001, PHONE : 2248-7068, 2243-0497/8, FAX : 033-2248-6369
CIN : 15421WB1933PLC023070, Website : www.niril.in, E-MAIL : birlasugar@birla-sugar.com

To
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata 700 001

3rd July 2026

Ref: Company Code 24004- New India Retailing & Investment Limited

Sub : Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find copies of Newspaper advertisement published in Financial express and Arthik Lipi in English & Bengali (Kolkata Edition) on July 2, 2026 in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 April 13, 2020 followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 03/2025 dated September 22,2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (‘MCA Circulars’) and further by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) read together earlier Circulars issued by SEBI in this regard, intimating that the regarding 92nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, August 3, 2026 through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”).

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For **New India Retailing & Investment Limited**

Preeti Lakhmani

Digitally signed by Preeti Lakhmani
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=700038, l=Kolkata, st=West Bengal, street=368A/4 Satyam Appartment, Flat 2B, S N Roy Road, Sahapur, 2.5.4.20=53d859f228b90078f1252743edfc9cb1d17afdfb39c076d14f4265e9f0a34cae, serialNumber=f8e2045d0c5ed6436c1d9c1c4793ffca2c7ffb8506e752e396169235d769867a, email=preeti_lakhmani@yahoo.co.in, cn=Preeti Lakhmani
Date: 2026.07.03 12:40:07 +05'30'

Preeti Lakhmani
Company Secretary
FCS 8923

হৃদপিণ্ডের ভালভের রোগ নিরাময়যোগ্য ঃ ডাক্তার সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

কলকাতাঃ হার্টের ভালভের সমস্যা প্রায়শই একটি নীরব রোগ। সমস্যাটি অনেক বেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তাঁরা এতে আক্রান্ত। ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত;এর কারণ হতে পারে ছোটবেলার কোনো সংক্রমণ যা অনেকটা সময় ধরেই ভালভের ক্ষতি করেছে, অথবা বয়সজনিত পরিবর্তন যা ধীরে ধীরে দেখা দেয়। সৌভাগ্যবশত, কয়েকটি সাধারণ পদক্ষেপের মাধ্যমে রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা এবং চিকিৎসার ফলাফল উন্নত করা সম্ভব বলে জানালেন ডাঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, স্ট্রাকচারাল হার্ট ইন্টারভেনশন বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট (ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি), অ্যাপোলো হসপিটালস, কলকাতা)। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, হার্টের ভালভের সমস্যা খুব কমই হঠাৎ করে প্রকাশ পায়, বরং এগুলো ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। অকারণে ক্লান্তি, প্রাত্যহিক কাজকর্মের সময় শ্বাসকষ্ট, পা বা গোড়ালি ফুলে যাওয়া, মাথা ঘোরা কিংবা বুকে ধড়ফড়ানির মতো লক্ষণের দিকে খেয়াল রাখুন। অনেক সময় মানসিক চাপ বা বার্ধক্যজনিত কারণে এমনটা হচ্ছে ভেবে এই লক্ষণগুলোকে উপেক্ষা করা হয়, কিন্তু সমস্যাটি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা অবহেলা করা উচিত নয়। তাঁর মতে, হার্টের ভালভের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই তা শনাক্ত করতে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, স্টেথোস্কোপ দিয়ে সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমেই হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ ধরা পড়তে পারে, যার জন্য পরবর্তীকালে বিশদ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যাদের পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস রয়েছে বা যারা আগে থেকেই হৃদরোগে ভুগছেন, তাদের জন্য নিয়মিত চেক-আপ করা বিশেষভাবে জরুরি। যদি আপনার অকারণে শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি বা মাথা ঘোরার মতো সমস্যা দেখা দেয়, তবে ইকোকার্ডিওগ্রাম করা প্রয়োজন কি না, সে বিষয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। হৃদপিণ্ডের এই সাধারণ ও ব্যথামুক্ত আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষাটি হার্টের ভালভের কার্যকারিতা যাচাই এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ভালভের রোগ শনাক্ত করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। তিনি আরও বলেন, হার্টের ভালভের রোগ সব বয়সের মানুষকে একইভাবে প্রভাবিত করে না। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের উচিত গলা বা শ্বাসনালীর সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করলে হার্টের স্ক্রিনিংয়ের কথা বিবেচনা করা। ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের শারীরিক সক্ষমতা, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শক্তির মাত্রায় কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না সেদিকে নজর দেওয়া উচিত; বিশেষ করে যদি পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস থাকে। ৬০ বছরের বেশি বয়সীদের 'অ্যাওর্টিক-এর স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। বয়সের পাশাপাশি দেখা দেওয়া ভালভ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তিনি আরও বলেন, সবসময় ক্লান্ত বোধ করা মানেই যে তা ব্যস্ত জীবনযাত্রার ফল, তা কিন্তু নয়। যখন কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই ক্লান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন বিষয়টিকে উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে না থাকলে তা হৃদপিণ্ডের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতে হৃদপিণ্ডের ভালভ-সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই রোগগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদপিণ্ডের ভালভের রোগ নিরাময়যোগ্য, বিশেষ করে যদি তা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা যায়। রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং ন্যূনতম কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা-এর ক্ষেত্রে আধুনিক অগ্রগতি রোগীদের চিকিৎসার ফলাফলে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র কলকাতা জোনে ৭৯তম শাখা কুঁদঘাটে (কলকাতা জেলা) চালু করল

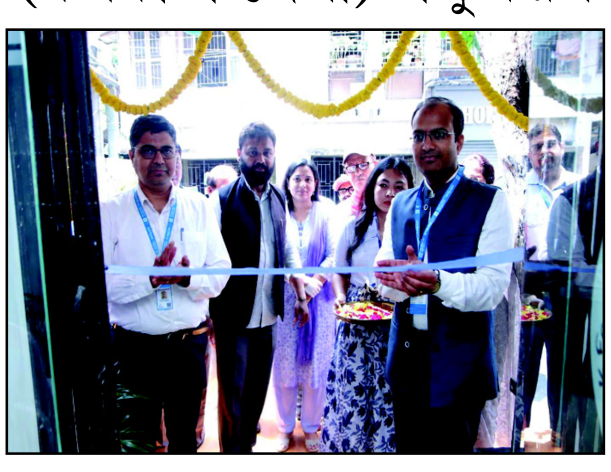

কুঁদঘাট : দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সরকারি খাতের ব্যাংক (ভারত সরকারের মালিকানাধীন), 'ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র' কলকাতা জেলার কুডঘাটে একটি নতুন শাখার উদ্বোধন করেছে। এটি পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকটির ৭৬তম এবং কলকাতা জোনে ৭৯তম শাখা। এই শাখাটি অত্যাধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নেও অবদান রাখবে।কলকাতা জোনের জেনারেল ম্যানেজার ও জোনাল ম্যানেজার শ্রী ডিভেশ দিনকার নতুন শাখাটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতা জোনের ডিজিএম ও ডেপুটি জোনাল ম্যানেজার শ্রী বৈভব কালে, কুডঘাট শাখার ম্যানেজার শ্রী সৌম্যদীপ গুহ, ব্যাংকের কর্মী এবং বিশিষ্ট গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকের শাখা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কলকাতা জোনের জেনারেল ম্যানেজার ও জোনাল ম্যানেজার শ্রী ডিভেশ দিনকার বলেন, ক্ষ্মব্যাংকিং পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য, সর্বজনীন এবং জনমুখী করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় সামগ্রিক ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাই, যাতে ব্যক্তি, পরিবার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত সহজে ও ন্যূনতম ঝঞ্ঝাটে প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবা বা সমাধান পেতে পারে।কলকাতা জোন জুড়ে ৭৯টি শাখার শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকটি এমন এক বলিষ্ঠ ব্যাংকিং পরিকাঠামো গড়ে তুলছে যা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং এমএসএমই-গুলোকে শক্তিশালী করে তোলে। ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র ভবিষ্যতেও পশ্চিমবঙ্গে তাদের শাখার উপস্থিতি আরও জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাবে। তিনি আরও জানান যে, গ্রাহকরা আমাদের বিভিন্ন ডিজিটাল পরিষেবার সুবিধা পাবেন। রবিবার ও ছুটির দিনেও 'ভিডিও-কেওয়াইসি' সুবিধা চালুর ফলে গ্রাহকদের পরিষেবাভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গোল্ড লোন (স্বর্ণের বিপরীতে ঋণ)-সহ বিভিন্ন খুচরো ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে একাধিক অফার-সহ 'স্যালারি সেভিংস অ্যাকাউন্ট'-এর সুবিধা। এমএসএমই খাতের জন্য আমাদের রয়েছে বিশেষ স্কিম বা প্রকল্প, যেমন;'মহা জিএসটি স্কিম' এবং 'মহা স্বাগতম স্কিম' । সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মান বজায় রেখে গ্রাহকদের সুবিধার্থে ব্যাংক হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করছে। ব্যাংকের 'জেন লাইফ' মোবাইল অ্যাপ এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহকরা নানা সুবিধাজনক ফিচারের সাহায্যে সহজেই তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন। এছাড়া, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাংকিং পরিষেবা;৭০৬৬০ ৩৬৬৪০ (৭০৬৬০ ৩৬৬৪০) নম্বরের মাধ্যমেও আপনি যেকোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। নতুন শাখার ঠিকানা-ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, কুদঘাট, ২৬বি, চণ্ডী ঘোষ রোড, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০০৪০।

ক্যালকাটা বয়েজ' স্কুলে অনুষ্ঠিত হল অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস ২০২৬

কলকাতাঃ ক্যালকাটা বয়েজ' স্কুল সফলভাবে আয়োজন করল তাদের অন্যতম প্রধান আন্তঃবিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশনস সম্মেলনের ষষ্ঠ সংস্করণ 'অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস (এওএন) ২০২৬'। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ মেধাবীদের একত্রিত করে এই দু'দিনের সম্মেলনে আলোচনা করা হয় বিশ্ব পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তনশীল ভূমিকা নিয়ে। এই সম্মেলন ভবিষ্যতের এমন নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুলের অঙ্গীকারকে আরও একবার তুলে ধরেছে, যারা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, কূটনৈতিক দক্ষতা এবং বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান নিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম।কলকাতার ১৪টি বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস ২০২৬ শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেছিল এক অনন্য মঞ্চ, যেখানে তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। বিভিন্ন কমিটির অধিবেশন, নীতি প্রণয়ন, আলোচনা-সমঝোতা এবং সুনির্দিষ্ট বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতা উপলব্ধি করে এবং বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধানে আলোচনা, সহযোগিতা ও ঐকমত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে।সম্মেলনের সূচনা হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিত্বরা। ক্যালকাটা বয়েজ' স্কুলের অধ্যক্ষ ও সচিব মিস্টার রাজা ম্যাকগি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস-এর মতো উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়, কূটনীতি এবং বর্তমান বিশ্বের পারস্পরিক সংযোগ সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ফেডারেশন অফ ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জেনারেল ড. রাহুল ভার্মা। তিনি আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্রসংঘের পরিবর্তনশীল ভূমিকা এবং বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতে ফরাসি ভাষা সহযোগিতা বিভাগের পূর্ব ভারতের অ্যাটাশে এবং কলকাতাস্থিত ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, ফ্রান্সের কনস্যুলেট জেনারেলের প্রতিনিধি ম্যাডাম জুলিয়া মার্টিন-লেগ্রস। তিনি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, বহুভাষিকতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস ২০২৬-এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্যালকাটা বয়েজ' স্কুলের অধ্যক্ষ ও সচিব মিস্টার রাজা ম্যাকগি বলেন, আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস-এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের এমন একটি মঞ্চ দিতে চাই, যেখানে তাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে, অর্থবহ আলোচনায় অংশ নিতে পারে এবং দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক ও ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে।সম্মেলন চলাকালীন শিক্ষার্থীরা পাঁচটি কমিটিতে অংশগ্রহণ করে এবং তাঁদের অসাধারণ গবেষণার দক্ষতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বক্তৃতা দক্ষতা এবং কূটনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দেয়। সম্মেলনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সচিব জেনারেল, ডেপুটি সচিব জেনারেল, এক্সিকিউটিভ বোর্ড সদস্য, চেয়ারপার্সন এবং সেক্রেটারিয়েটের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা পেশাদারিত্বের সঙ্গে সংসদীয় পদ্ধতি মেনে সম্মেলনের প্রতিটি পর্ব পরিচালনা করেন।সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস ড. নজরুল ইসলাম এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমান কল্যাণ লাহিড়ী। তাঁরা শিক্ষার্থীদের সততা, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তাঁরা বিশ্ব রাজনীতির জটিলতা বোঝার গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় কূটনৈতিক দক্ষতা, আলোচনা-সমঝোতা, নেতৃত্ব, গবেষণা এবং বক্তৃতা দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য দ্য হেরিটেজ স্কুল 'সেরা প্রতিনিধিদল' পুরস্কার লাভ করে। অ্যাসেম্বলি অফ নেশনস ২০২৬-এর সফল আয়োজন ক্যালকাটা বয়েজ' স্কুলের সেই অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে, যেখানে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব বিশ্বের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জকে যুক্ত করে বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন ও দক্ষ শিক্ষার্থী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

এমএসএমই-র হাত ধরেই গড়ে উঠবে বিশ্বকর্মা বাংলা ঃ ফাসি

কলকাতা : আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ফেডারেশন অব অ্যাসোসিয়েশনস অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অব ইন্ডিয়া (ফাসি)-এর উদ্যোগে কলকাতায় তউন্নত বাংলার জন্য এমএসএমই-র অপরিসীম সম্ভাবনাদ শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পপতি, সরকারি প্রতিনিধি, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা, স্টার্টআপ উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ এবং শিল্পোদ্যোগীরা অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গকে দেশের অন্যতম অগ্রণী শিল্প ও উদ্যোগের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বার্তা উঠে আসে।অনুষ্ঠানে ইনফ্রাফিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (আইএফএল)-এর বিশেষ সহযোগিতা ছিল। উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে মন্ত্রী ড. শঙ্কর ঘোষ, ড. ইন্দ্রনীল খান, কৌস্তভ বাগচী এবং অশোক দিন্দা এমএসএমই ক্ষেত্রকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং আত্মনির্ভরতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন।ফাসি-র জাতীয় সভাপতি শৈলেশ্বর পাণ্ডা বলেন, তপশ্চিমবঙ্গের টেকসই উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের প্রসারের জন্য এমএসএমই ক্ষেত্রকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনতে হবে। এই ক্ষেত্র যুবসমাজকে চাকরিপ্রার্থী থেকে চাকরিদাতায় পরিণত করার ক্ষমতা রাখে।দ তিনি শিল্পবান্ধব নীতি, সহজ অনুমোদন প্রক্রিয়া, আর্থিক সহায়তা, উন্নত শিল্প পরিকাঠামো এবং রপ্তানিমুখী পরিবেশ তৈরির উপর জোর দেন।সেমিনারে শিল্পনীতি, ঋণের সুযোগ, ডিজিটাল রূপান্তর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর উৎপাদন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, রপ্তানি প্রসার, স্টার্টআপ উন্নয়ন, মহিলা উদ্যোগপতিত্ব এবং গ্রামীণ শিল্প সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা জানান, সরকার, শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের অন্যতম প্রধান এমএসএমই ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।অনুষ্ঠানে শিল্পোন্নয়নের ভাবনায় একটি অনুপ্রেরণামূলক গান প্রকাশ করা হয়। সিএসআর উদ্যোগের অংশ হিসেবে আইএফএল-এর সহযোগিতায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলাদের মধ্যে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।অনুষ্ঠানের শেষে ফাসি সকল অতিথি, শিল্প প্রতিনিধি ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তবিশ্বকর্মা বাংলাদ গড়ার লক্ষ্যে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।